দানবাক্স বাণিজ্য

প্রতিদিন আয় আড়াই লাখ

রিপোর্ট : **জব্বার হোসেন** ও **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকাতে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এখন অসংখ্য দানবাক্স ঝুলছে। লাল এবং কালো, ছোট গোল এবং চৌকোনা এই ধরনের দানবাক্সে এখন রাজধানী সয়লাব। মূলত মাজার ও পীরের নামে টাকা তোলাই এই দানবাক্সের মূল উদ্দেশ্য। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাজধানীতে এসব দানবাক্সের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার।

তেজগাঁও কলমিলতা বাজারের চালের আড়তের পাশে ইয়ার উদ্দিন (রঃ) পীর সাহেবের দানবাক্সে বাজারের ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন কাজ শুরুর আগে ৫-১০ টাকা দান করেন। উদ্দেশ্য কবর থেকে পীর সাহেব মুরিদদের ব্যবসায় উন্নতির জন্য দোয়া করবেন। রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন কাঁচা বাজার, চালের আড়ত, পীরের মাজার, মাদ্রাসার প্রবেশ পথ, মসজিদের প্রবেশ পথ, কোথাও কোথাও বড় বড় বাজারের মধ্যে এক ধরনের টিনের তৈরি ছোট দান বাক্স দেখা যায়, যার গায়ে বিভিন্ন পীরের নামে দান করার আহ্বান জানানো হয়। ঢাকা শহরে যে সব পীরের নামে দান বাক্স চালু রয়েছে তার মধ্যে ইয়ার উদ্দিন (রঃ), চন্দ্রপাড়া (রঃ), শাহবাবা ফরিদপুরী (রঃ), শর্ষিনা পীর (রঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে এসব পীরদের কিছু খাদেম নামদারী কিছু সহযোগী এই দানবাক্স প্রথা চালু করেছেন। এখন দেশের উপকূলবর্তী জেলার নদী ভাঙা ও নিম্ন আয়ের মানুষ রাজধানীতে ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নতির জন্য পীরের দোয়া কামনায় এ দান বাক্সগলো নিজেদের উদ্যোগই দেখাশুনা করছেন। পীরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে তারা এসব করছেন। কিন্তু এই টাকার সিংহ ভাগই আত্মস্থ করেন ঐসব খাদেমগণ। পীরের মাজার উন্নয়নে ব্যবহারের নজির খুবই কম। তাছাড়া ইসলাম ধর্ম নিজেও কখনো মাজার সংস্কৃতিকে অনুমোদন করে না।ধর্মীয় ভাবাবেগে বাজার শেষে ৫ টাকা ১০ টাকা করে যে অর্থ দানবাক্সে পড়ে তা দানবাক্স চালুকারী ব্যক্তির তহবিলেই থেকে যায়।

রাজধানীর তেজগাঁও রেল স্টেশন, কারওয়ান বাজার কাঁচাবাজার এলাকায় বেশ কিছু দানবাক্স রয়েছে। এগুলো বরিশাল গ্রুপ, ফরিদপুর গ্রুপ, কুমিল্লা গ্রুপ বলে পরিচিত। এই এলাকায় যারা দানবাক্স চালু করেছে তারা সবাই নিম্ন আয়ের মানুষ হিসেবে ব্যবসা শুরু করলেও অনেকেই এখন মহাজন বা আড়তদার হয়েছে। সারা শহর জুড়ে এসব দানবাক্স বাণিজ্যে আয় হচ্ছে কোটি টাকা। এ টাকা থেকে সরকারের কোষাগারে কোনো রাজস্ব জমা পড়ে না।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা অনুসন্ধানে দেখা গেছে শুধু মোহাম্মদপুরেই রয়েছে প্রায় ৮০টির মতো দানবাক্স। তারমধ্যে দারুল কোরআন জামেয়া-এ-মোহাম্মদীয়া (দঃ) হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং দানবাক্স, মির্জাগঞ্জের ইয়ার উদ্দিন (রাঃ) দানবাক্স এবং পাঁচ বাড়ি, হাজী বাড়ি জামে মসজিদের দানবাক্স উল্লেখযোগ্য। যেসব প্রতিষ্ঠানের নামে এই দানবাক্সগুলো তার কোনোটিই ঢাকায় নয়। অথচ সবগুলোর টাকাই তোলা হয় ঢাকা থেকে। অনুসন্ধানে জানা যায়, চাঁদপুরের মুন্সিরহাট বাজারের পাঁচ বাড়ি, হাজী বাড়ি জামে মসজিদের টাকা তোলেন মোহাম্মদীয়া হাউজিংয়ের মুদি দোকানদার শাহ আলম। তার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, ‘এটি আমাদের পারিবারিক মসজিদ। আমরা বংশ পরম্পরায় এই মসজিদের টাকা তুলে আসছি। মসজিদের সেক্রেটারি জলিল মাস্টার আমার চাচা। দানবাক্স এবং মানি রিসিটের মাধ্যমে আমরা টাকা তুলি। সংগৃহীত টাকার কোনো ধরনের আয়কর, উৎস কর দেয়া হয় কি না জানতে চাইলে শাহ আলম বলেন, ‘ধর্মের কাজে টাকা এর আবার আয়কর কিসের।’

অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, ভোলার ইলিশা দারুল মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং দানবাক্সের টাকা তোলেন মোহাম্মদপুরের জহুরী মহল্লার দারুল জান্নাত জামে মসজিদের ইমাম রুহুল আমিন। তার নামেই চলে এই দানবাক্স। মসজিদে গিয়ে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জানা যায়, এখন আর তিনি ইমাম হিসেবে কাজ করেন না। তবে তার একটি খতিব চেম্বার ও দাওয়াইখানা রয়েছে। খতিব চেম্বারে তার সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, ‘ঢাকায় তাদের প্রায় এক দেড়শ’ দানবাক্স রয়েছে। ওর মধ্যে মোহাম্মদপুরে রয়েছে ৩০-৩৫টি। সংগৃহীত এই টাকার কোনো ধরনের রাজস্ব দেয়া হয়

কী না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'দানের টাকায় আবার কর কিসের? ধর্মের নামে টাকা তুলি, ধর্মের পথে খরচ করি।'

ধর্মীয় দানবাক্স এখন ঢাকায় সর্বত্র। দৈনিক ইত্তেফাকের নিচতলায় পূবালী ব্যাংকের প্রবেশদ্বারে দানবাক্সের নিয়মিত দানকারী মোঃ নিয়ামত উল্লাহ জানালেন, 'পীরের দোয়ায় সকল ধরনের বরকত পাই। পীরকে ভক্তির জন্য আমি দানবাক্স খুলেছি। যারা আমার পীরকে ভালোবাসে তারাই চাঁদা দেয়'। রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে মির্জাগঞ্জের মরহুম ইয়ার উদ্দীন খলিফার নামের দানবক্স। পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার সন্নিকটে অবস্থিত এই মাজারে বাৎসরিক একটি ওরস হয় এছাড়া আর তেমন কর্মকান্ড নেই। মাজারটিরও বেশ জীর্নদশা । তবে সারাদেশের লাখ লাখ বাক্স থেকে যে টাকা বছর জুড়ে আয় হয়, তা যায় কোথায়?

ধর্মকে পুঁজি করে চলছে চাঁদা সংগ্রহ অভিযান

ঢাকার মাজারগুলোর অবস্থাও একই। লোক চলাচল এবং ব্যস্ততার দিক থেকে গোলাপ শাহ মাজার প্রসিদ্ধ। প্রতিদিন শত শত মানুষ কবর জিয়ারত করে দান-খয়রাত করে। মাজার পরিচালনার জন্য কমিটি রয়েছে। প্রতি মাসে এ মাজারের আয় লাখ টাকার উপরে। কিন্তু মাজারের এ বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথায় ব্যয় করা হয় তার কোনো সঠিক হিসাব নেই।

হযরত শাহ আলী বোগদাদীর (রঃ) মাজারে শত শত মানুষের আনাগোনা। এ মাজারেও প্রতি মাসে লাখ টাকা আয় হয়। ওয়াকফ এস্টেটভুক্ত এ মাজারে মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, এতিমখানা রয়েছে। মাজারের আয়ের টাকার ব্যাপারে স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ রয়েছে মাজার কমিটির বিরুদ্ধে।

হাইকোর্ট মাজারের অবস্থাও একই। মাজারের দানবাক্সের টাকা কোথায় কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। মসজিদ পরিচালনার অস্বচ্ছতার কথা একাধিকবার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি শুক্রবার হাইকোর্ট মাজার, শাহ আলীর (রঃ) মাজার, গোলাপ শাহর (রঃ) মাজারে জুমা নামাজের পর ১০-১৫ হাজার টাকা দানের টাকা ওঠে। মাজার ভিত্তিক দানের বাক্স চালুর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন শাহ কামাল (রঃ) মাজার, পীর ইয়েমেনী (রঃ) মাজার, মগবাজার আম বাগান পীর সাহেবের মাজার, জটালী মা মাজার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক মাজার ইত্যাদি। কলমিলতা বাজারের দানবাক্স পরিচালনাকারী পাঞ্জেগানা মসজিদের ইমাম, মোঃ জালাল উদ্দিন আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি পীরের মুরিদ। এ দানবাক্সে প্রতিদিন আমি পাঁচ টাকা দান করে থাকি। বাজারের অনেকেই টাকা দেয়। আমার কাছে জমা থাকে। মাসিক মাহফিল এবং বার্ষিক ওরশে আমরা এ টাকা খরচ করে থাকি।'

পীরের জন্য ওঠানো টাকা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করেন কি না এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নাউজুবিল্লাহ। আপনারা যারা সাংবাদিক তাদের দ্বীনি এলেম বলে কিছু নেই। ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। কিয়ামতের ময়দানে আমার পীর তাঁর অনুসারীদের রাসুল (সঃ)-এর হাতে সোপর্দ করবেন।' তেজগাঁও থানার বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা শত শত দানবাক্স প্রসঙ্গে ৩৯ নং ওয়ার্ড কমিশনার ও থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শামীম হাসান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ দানবাক্স যারা চালু করেছে তারা পীরের ভক্ত আশেকান। তারা নিজেরাই দানবাক্সে টাকা দেয়। বাইরের লোকজন এতে টাকা দেয় না।' দানবাক্সের মাধ্যমে ধর্মীয় চাঁদাবাজির কথা অস্বীকার করেন তিনি।

প্রতিদিন সকালে রাজধানীর তেজগাঁও বটমুলী হোমস্ অর্ফানেজ হাই স্কুলের সামনে দু'জন মৌলভী বেশধারী মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ এক দশক ধরে চাঁদা চেয়ে যাচ্ছেন। প্রতিদিন স্কুল কলেজগামী ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, পথচারী, গার্মেন্টস শ্রমিক, নিম্ন আয়ের মানুষ এদের মূল টার্গেট। এভাবে প্রতিদিন তারা গড়ে আয় করে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত।

রাজধানীতে যেসব জায়গায় চাঁদাবাজি হয় তার সব স্থান থেকে কমিশন পেয়ে থাকে পুলিশ। ধর্মের নামে দানবাক্সের এ চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে পল্টন থানার ডিউটিরত পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর সৈয়দ সেলিম সাজ্জাদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'দানবাক্সের মাধ্যমে ধর্মীয় চাঁদাবাজি করা হয় না। এটা পীরের ভক্ত বা মুরিদরা তাদের আয়ের টাকার একটা অংশ মাজার, মসজিদ উন্নয়ন বা ওরশ শরিফ করার জন্য সঞ্চয় করে থাকে'।

দানবাক্স চাঁদাবাজির এই বাণিজ্যের মূল উপজীব্য ধর্ম। এক শ্রেণীর প্রতারকচক্র নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে প্রতারণার আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছে ধর্মকে। ধর্মের নামে এই চাঁদাবাজিতে প্রতারিত হচ্ছে কোটি কোটি মানুষ আর তাদের সরল বিশ্বাস।যেকোনো ব্যবসাতেই পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সেখানে 'লাভ' বা 'ক্ষতি'র বিষয়টি থাকে। কিন্তু ধর্ম যে ব্যবসা গুলোর মূল পুঁজি সেখানে 'ক্ষতির' কোনো বিষয় নেই। যা আছে তা শুধুই লাভ, শুধুই বাণিজ্য।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**

বছরে ৯ কোটি টাকার বাণিজ্য

পুঁজিবিহীন এই ধর্মীয় বাণিজ্যে বছরে আয় হয় কোটি কোটি টাকা। রাজধানীতে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৯০টি। অনুসন্ধানে দেখা গেছে একেকটি ওয়ার্ডে দানবাক্স গড়ে ৫৫টি। তাহলে রাজধানীতে এ ধরনের দানবাক্সের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ X ৫৫ = ৪,৯৫০টি। দৈনিক এসব দানবাক্সে ৫০ থেকে একশ টাকা পড়ে। যদি প্রতিদিন একেকটি দানবাক্সে ৫০ টাকা করেও পড়ে তাহলে এই চাঁদার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯৫০ X ৫০ = ২,৪৭,৫০০। অর্থাৎ ২ লাখ ৪৭ হাজার ৫০০ টাকা।

প্রতি মাসে এই অঙ্ক দাঁড়ায় ২,৪৭,৫০০ X ৩০ = ৭৪,২৫০০০ অর্থাৎ ৭৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা। যার বার্ষিক পরিমাণ ৭৪,২৫০০০ X ১২ = ৮,৯১,০০০০০ অর্থাৎ ৮ কোটি ৯১ লাখ টাকা।

দেখা যায়, পুঁজিবিহীন এই ব্যবসায় ধর্মের নামে বছরে প্রায় ৯ কোটি টাকার চাঁদা সংগ্রহ করা হয় শুধু দানবাক্স থেকে। যার ১টি টাকাও যায় না সরকারের রাজস্ব খাতে।